ছোলা (Gram, Bengal gram, Chick pea)

ছোলা চাষ মাটির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক। শস্য বৈচিত্রকরনে ছোলা ফসল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এক একর ছোলা চাষ করা হলে প্রায় ৬২ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন অর্থাৎ প্রায় ১৩৫ কিলোগ্রাম ইউরিয়া সারের সমান নাইট্রোজেন সার জমিতে সঞ্চিত হয়।

জলবায়ু: ছোলা ফসল মাঝারি থেকে কম বৃষ্টিপাত যুক্ত এলাকায় ভাল হয়। বীজ বপনের পর অথবা ফুল আসার সময় অধিক বৃষ্টিপাত ক্ষতিকারক। রবি মরশুমে শীতকালীন ফসল হিসাবে ছোলা প্রধানত বহুল চাষ করা হয়। ফুল ফোটা ও শুঁটির বৃদ্ধির সময় ক্রমাগত মেঘলা, কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া ফলনের প্রতিকূল। শুঁটি ধরার পর শিলাবৃষ্টি হলে ফসলের হানি হয়। তাই ছোলা শুষ্ক আবহাওয়ায়, প্রয়োজনীয় সেচ দিয়ে চাষ করা উত্তম। শীত দীর্ঘস্থায়ী হলে ফলন ভাল হয়, গরম পড়লে তাড়াতাড়ি ফুল, শুঁটি ধরে কিন্তু ফলন আশানুরূপ হয় না।

জমি নির্বাচন ঃ সব ধরনের মাটিতে ছোলা চাষ করা সম্ভব যেমন দোঁয়াশ, বেলে দোঁয়াশ, এঁটেল, তবে উত্তম জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত দোঁয়াশ মাটি উত্তম। তবে জল দাঁড়ায় এমন জমি কখনও ছোলা চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত নয়। নির্বাচিত জমির মাটির পি.এইচ (pH) ৭ মানের কাছাকাছি থাকলে উত্তম।

জাত ঃ মহামায়া-১ (বি-১০৮), মহামায়া-২ (বি-১১৫), সি-২৩৫,

জি-১৩০, অনুরাধা (ডব্লিউ.বি.জি. ৩৯-২), এন.পি.-২০৯ (নিউপুসা-২০৯), বি.জি.-৩৭২, বি.জি.-২৩৫, কে.পি.জে.-৫৯ এবং কে-৮৫০ ইত্যাদি পূর্ব এবং উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ভাল ফলন দেয়। এন.পি. - ২০৯ জাত ধানের জমিতে পায়রা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

জমি তৈরী ও বীজ বপন ঃ মোটামুটিভাবে ২-৩টি চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে নিলে ছোলার জমি তৈরী হয়ে যায়, মাটি খুব বেশী ঝুরঝুরে করার প্রয়োজন নেই। তবে জমির জল নিষ্কাশনী নালীর ব্যবস্থা রাখা অত্যাবশ্যক। ছোলার বীজ বপনের প্রকৃষ্ট সময় অগ্রহায়ন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে। বপনের এক সপ্তাহ আগে মটর বীজের ন্যায় অনুমোদিত মাত্রায় থাইরাম, কার্বেনডাজিম, ক্যাপটান, অথবা ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম-৪৫) তিন গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে শোধন করা আবশ্যক। ছোলার বীজ বপনের আগে বীজ ১৫-২০ মিনিট ভিজিয়ে অতিরিক্ত জল ঝারিয়ে নিতে হবে। ছোলা চাষের বীজের পরিমান নির্ভর করে বীজের সাইজের ওপর, সাধারণত বড় দানা হলে একর প্রতি ৩৫ কেজি, মাঝারি দানা ২৫ কেজি এবং ছোট দানা ২০ কেজি। অনউর্ব্বর মাটিতে রোপনের দূরত্ব সারি থেকে সারি ৩০ সে.মি. এবং বীজ থেকে বীজ ১০ সে.মি. রাখা চললেও উর্ব্বর মাটিতে ৪৫ সে.মি. X ২০ সে.মি. দূরত্বে বপন করা শ্রেয়। বীজ মাটির ৪-৬ সে.মি. গভীরে বুনে মই দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায়। বীজ ৭-১০ সে.মি. গভীরে বুনলে ছোলার ঢলে পড়া রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়।

ছোলার পয়রা চাষের জন্য ধান কাটার ১৫ দিন আগে জমির জল বের করে দিতে হবে এবং অঙ্কুরিত ছোলা বীজ একর প্রতি ৪০ কিলোগ্রাম ছিটিয়ে

বপন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে বীজের পরিমান সাধারণ চাষ অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুন বেশী ব্যবহার করা উচিত।

খাদ্যের ব্যবস্থাপনা ঃ উত্তর পূর্ব ভারতে মোটামুটিভাবে একর প্রতি জমি তৈরীর সময় কম্পোষ্ট/উত্তম পচা গোবর/আবর্জনা সার ৪ টন, ইউরিয়া-১৪ কেজি, সিঙ্গেল সুপার ফসফেট - ১০০ কেজি এবং মিউরিয়েট অব পটাশ - ১৪ কেজি মূল সার হিসাবে জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করা হলে ভাল ফলন পাওয়া সম্ভব। আজকাল ছোলার জমিতে বোরন অথবা সোহাগার অভাবজনিত লক্ষনও নজরে পড়ে, তাই প্রয়োজন বোধে একর প্রতি ৪ কেজি বোরাক্স মূল সারের সঙ্গে প্রয়োগ করা উচিত। চাষের সময় বোরাক্স প্রয়োগ করা সম্ভব না হলে, বীজ বপনের ৪ সপ্তাহ এবং ৭ সপ্তাহ পর ০.২ শতাংশ (২গ্রাম/লিটার জল) বোরাক্সের দুইটি স্প্রে করে দিলেও চলবে। একর প্রতি ২০০ লিটার স্প্রে মিশ্রন যথেষ্ট।

ধানের জমিতে পয়রা চাষে ছোলা বীজ বপন করা হলে সার প্রয়োগের অসুবিধার জন্য, প্রয়োজন বোধে বীজ বপনের এক মাস এবং দেড় মাসের মাথায় ২ শতাংশ ডাই অ্যামনিয়াম ফসফেট (ডি.এ.পি.) স্প্রে করে প্রয়োগ করা হলে ফলন প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

জলের ব্যবস্থাপনা ঃ শীতকালীন বৃষ্টি হলে সাধারণত ছোলার জমিতে জল সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে একক ফসল বা মিশ্র ফসল হিসাবে ছোলা চাষে বপনের দেড় মাসের মাথায় এবং শুঁটিপুষ্ট হওয়ার সময় অর্থাৎ স্নাড়ে তিন মাসের মাথায় বেলে দোঁয়াশ, দোঁয়াশ মাটিতে দুইটি হালকা সেচ দিলে ভাল।

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ঃ বীজ বপনের এক সপ্তাহের মধ্যে গাছ গজায়। ছোলা গাছ সাধারণত দ্রুত শাখা প্রশাখা ছেড়ে বৃদ্ধি পায় এবং আগাছা চাপা পড়ে যায়, তাই আগাছা নিয়ন্ত্রনের তেমন বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। তবে সারিতে বপন করা মাঠে হুইল হো চালিয়ে নিড়ি দিলে গাছ বৃদ্ধি পায়।

ফসল তোলা ঃ বীজ বোনার প্রায় ৪ মাস পর ফসল তোলার উপযুক্ত হয়। ফসল পরিপক্ক হলে পাতার এবং শুঁটির রঙ হলদে হয়ে আসে। বৃষ্টি নির্ভর ফসলের গড় ফলন একর প্রতি ছোলার দানা ২০০-২৫০ কেজি। উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যবহার এবং উন্নত চাষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে একর প্রতি ছোলাদানার ফলন ৮০০-১২০০ কেজি পাওয়া সম্ভব।